পদ চল্লিশের গুপ্ত ইতিহাস - সংখ্যা সাত

এগারো এবং বাইশ

Jeff Pippenger
2026-04-04

দানিয়েলে অধ্যায় এগারোর ষোলো পদ এবং বাইশ পদ উভয়ই অতি সন্নিকটবর্তী রবিবার-আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দশম পদের ১৯৮৯ সালের পরিপূর্ণতা ২০১৪ সালের ইউক্রেনীয় যুদ্ধের দিকে পরিচালিত করেছিল, যেমন ২১৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে একাদশ পদের পরিপূর্ণতা রাফিয়ার যুদ্ধ দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। একাদশ পদ থেকে ষোড়শ পদ পর্যন্ত অংশটি একই সঙ্গে একাদশ পদ থেকে বাইশ পদ পর্যন্ত অংশও বটে; অতএব, চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাস, যা একাদশ থেকে ষোড়শ পদে উপস্থাপিত হয়েছে, তা একাদশ থেকে বাইশ পদ পর্যন্ত ইতিহাস হিসেবেও উপস্থাপিত হয়েছে। চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাস একাদশ থেকে বাইশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে।

এগারো থেকে বাইশ অধ্যায়সমূহ

সেই গোপন ইতিহাস আদিপুস্তকের এগারো থেকে বাইশ অধ্যায়, মথি, প্রকাশিত বাক্য এবং The Desire of Ages-এও উপস্থাপিত হয়েছে। “এগারো থেকে বাইশ” অধ্যায়সমূহের সেই চার সাক্ষী গোপন ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ গোপন ইতিহাসটি দানিয়েল ১১-এর এগারো থেকে বাইশ পদ। চার সাক্ষীর কেন্দ্রবিন্দু সর্বদাই চুক্তির চিহ্নকে শনাক্ত করে, যা আদিপুস্তকের এগারো অধ্যায়ে নিমরোদ দ্বারা উপস্থাপিত মৃত্যুর চুক্তি দিয়ে শুরু হয়ে প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ে রোমের বেশ্যা দিয়ে শেষ হয়।

সতেরো

মথি ব্যতীত, চারজন সাক্ষী অধ্যায় সতেরোকে তারা যে সময়কাল চিত্রিত করে তার মধ্যবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেন। সতেরো সংখ্যাটি ৪৫৭ খ্রিস্টপূর্ব, ৬৪, এবং ১৭৭৬ সালে শুরু হওয়া তিনটি দুই শত পঞ্চাশ-বছরব্যাপী ভবিষ্যদ্বাণীতেও তিনবার পাওয়া যায়। ঐ রেখাগুলোর মধ্যে দুটি, (প্রথমটি এবং শেষটি) একটি মধ্যবিন্দু চিহ্নিত করে, যখন ৪৫৭ খ্রিস্টপূর্বের প্রথম রেখাটি ২০৭ খ্রিস্টপূর্বে সমাপ্ত হয় এবং ১৭৭৬-এর শেষ রেখাটি ২০২৬-এ সমাপ্ত হয়। ২০৭ খ্রিস্টপূর্ব ছিল রাফিয়া ও পানিয়ুমের যুদ্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়, এবং ২০২৬ যুক্তরাষ্ট্রের চূড়ান্ত রাষ্ট্রপতির মেয়াদের মধ্যকাল।

তিনটি দুই-শত-পঞ্চাশ-বছরের রেখার মধ্যে টলেমি সতেরো বছর রাজত্ব করেছিলেন। নীরোর রেখায় ৩১৩ এবং ৩৩০-এর মধ্যে সতেরো বছর রয়েছে, এবং খ্রিস্টপূর্ব ২১৭ সালে রাফিয়ার যুদ্ধ ও খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালে প্যানিয়ামের যুদ্ধের মধ্যেও সতেরো বছর ছিল। এগারো অধ্যায় থেকে বাইশ অধ্যায় পর্যন্ত চারজন সাক্ষীর মধ্যে তিনজন তাদের যথার্থ মধ্যবিন্দুকে সতেরো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করে। অতএব, চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাস একই অধ্যায়ের এগারো থেকে বাইশ পদে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং এগারো থেকে বাইশ পদের চারজন সাক্ষী সেই একই পদগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনটি ২৫০-বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটির পরিপূর্ণতা সেই একই ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মধ্যবিন্দুটিকে একটি পথচিহ্ন হিসেবে জোর দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে, এবং এটি বিশেষভাবে

ঈশ্বরের জনগণের নিয়ম ও মোহরের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত।

দানিয়েল বারো অধ্যায়

দানিয়েল অধ্যায় বারোর সাত, এগারো ও বারো পদ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের চূড়ান্ত সময়কালকে চিহ্নিত করে। সাত নম্বর পদ 31 ডিসেম্বর, 2023-কে চিহ্নিত করে, বারো নম্বর পদ 18 জুলাই, 2020-কে চিহ্নিত করে। সাত নম্বর পদের সেই ছত্রভঙ্গ, যা 31 ডিসেম্বর, 2023-এ সমাপ্ত হয়েছিল এবং যা 18 জুলাই, 2020-এ শুরু হয়েছিল, তা দানিয়েল বারোতে অবস্থিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়ের তিনটি পদের আলফা ও ওমেগায় উপস্থাপিত হয়েছিল। 1,290 বছরের মধ্যবর্তী পদটি 1989 থেকে অতিশীঘ্র আগত রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাসকে 30 হিসেবে, এবং তারপর 1,260-কে মানবীয় পরীক্ষাকালের সমাপ্তি পর্যন্ত চিহ্নিত করে। ত্রিশ বছর এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের বয়সকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং 1260 বছর প্রকাশিত বাক্য তেরোর প্রতীকী বিয়াল্লিশ মাসের আদিরূপ হিসেবে কাজ করে।

ত্রিশের পর এক হাজার দুই শত ষাট বছরের দ্বৈত ভবিষ্যদ্বাণী হলো আব্রাহাম ও পৌলের ৪০০ ও ৪৩০ বছরের দ্বৈত চুক্তিগত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি প্রতীক। দানিয়েল বারোর সময়-সংক্রান্ত তিনটি পদের মধ্যবিন্দু ত্রয়োদশ অক্ষরের বিদ্রোহকে উপস্থাপন করে, একই সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের চুক্তি ও মোহরাঙ্কনের ওপরও জোর দেয়। এই তিনটি পদ গুপ্ত ইতিহাসের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং মধ্যবিন্দুটি যে চুক্তির একটি প্রতীক—এই গুরুত্বের পক্ষে আর-একটি সাক্ষ্য যোগ করে।

বসন্ত ও শরৎ

এই সমস্ত রেখার সঙ্গে আমাদের অবশ্যই লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ে অবস্থিত বসন্ত ও শরৎকালের উৎসবসমূহের তিন সাক্ষীকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা ক্রুশের ইতিহাসে পেন্টেকোস্টীয় ঋতুর সঙ্গে সমরেখায় স্থাপিত ও সংযুক্ত। সেখানে অধ্যায়টি তেইশ, যা খ্রিষ্টের প্রায়শ্চিত্তকার্যের একটি প্রতীক। অধ্যায়টি চুয়াল্লিশটি পদ নিয়ে গঠিত, যা প্রতীকীভাবে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-কে নির্দেশ করে। ২২ অক্টোবর অক্টোবর মাসের ২২ দিনকে নির্দেশ করে, প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে বাইশতম দিনে সমাপ্ত হয়; সুতরাং এটি হিব্রু বর্ণমালার স্বীকৃতচিহ্ন বহন করে। অক্টোবর দশম মাস হওয়ায়, যখন তা বাইশতম দিনের সঙ্গে গুণ করা হয়, তখন ফল হয় ২২০।

হিব্রু পঞ্জিকায় সপ্তম মাসের দশম দিন ছিল প্রায়শ্চিত্তের দিন, এবং সাত গুণ দশ হয় সত্তর, যা পরীক্ষাকালের একটি প্রতীক। তেইশ শত বছর ১৮৪৪ সালে সমাপ্ত হয়, যখন তৃতীয় স্বর্গদূত আগমন করেন, যেমনটি সেই তৃতীয় ফরমানের দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল, যা ঐ সময়পর্বের সূচনা করেছিল। ২,৩০০ দিনের শুরুতে প্রাচীন আক্ষরিক ইস্রায়েলের জন্য পরীক্ষাকালরূপে নির্ধারিত ছিল সত্তর সপ্তাহ, এবং ঐ দিনগুলোর শেষে আধুনিক আত্মিক ইস্রায়েলের জন্য পরীক্ষাকালকে সপ্তম মাসের দশম দিনের দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছিল, যা সত্তরের সমতুল্য। ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ আসন্ন রবিবারের আইনকে প্রতিরূপিত করে, এবং সেখানেই সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টবাদের জন্য পরীক্ষাকালের প্রতীকী সত্তর বছর সমাপ্ত হয়, যেমনটি ইহুদিদের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল যখন স্তিফনকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল।

১৮৪৪ এমন একটি সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে যখন দুইজন স্বর্গদূত আগমন করেছিলেন—প্রথম হতাশার সময় দ্বিতীয়জন এবং মহা-হতাশার সময় তৃতীয়জন। "৪৪" একটি দ্বিগুণ বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন দানিয়েল এগারোর চুয়াল্লিশতম পদে পূর্ব ও উত্তর দিক হইতে আগত সংবাদ দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়ে চুয়াল্লিশটি পদ রয়েছে, যা পবিত্র উৎসবসমূহকে বসন্ত ও শরৎ—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে। ঐ চুয়াল্লিশটি পদ একটি দ্বিগুণ বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করে। দুই ঋতুকে প্রতিটি বাইশটি পদ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে; সুতরাং বসন্ত ও শরৎ—উভয় উৎসবই হিব্রু পঞ্জিকার বাইশটি অক্ষরকে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন বাইশটি পদবিশিষ্ট এই দুই সাক্ষীকে পেন্টেকস্টের ঋতুর সহিত একত্র করা হয়, তখন তারা তিন ধাপের একটি কাঠামো উৎপন্ন করে।

প্রথম ধাপটি তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত একটি পথচিহ্ন, যার পর পাঁচ দিন আসে; যেমনটি তিনটি পথচিহ্নের শেষেরটি ক্ষেত্রেও দেখা যায়। মধ্যবর্তী পথচিহ্নটি হলো খ্রিষ্টের দ্বারা মুখোমুখি শিক্ষাদানের ত্রিশ দিন, তাদের সঙ্গে যারা বিজয়ী মণ্ডলীতে সেবার জন্য যাজকরূপে অভিষিক্ত হচ্ছে। লেবীয় পুস্তক তেইশ অধ্যায়টি চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মধ্যবিন্দুগুলি

আদিপুস্তকের একাদশ অধ্যায় থেকে বাইশতম অধ্যায় পর্যন্ত রেখার মধ্যবিন্দু হলো সপ্তদশ অধ্যায়, যেখানে আব্রাহামের ত্রিস্তরীয় চুক্তির দ্বিতীয় ধাপ এবং খৎনার চিহ্ন প্রবর্তিত হয়েছিল। একাদশ থেকে বাইশতম অধ্যায় পর্যন্ত অবস্থিত সমস্ত পদসমূহের একেবারে কেন্দ্রীয় পদ হলো আদিপুস্তক ১৭:২২:

> কিন্তু আমার চুক্তি আমি স্থাপন করব ইসহাকের সঙ্গে, যাকে সারা আগামী বছরের এই নির্দিষ্ট সময়ে তোমার জন্য প্রসব করবে। আর তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলা শেষ করলেন, এবং ঈশ্বর অব্রাহামের কাছ থেকে উপরে উঠে গেলেন। আদিপুস্তক ১৭:২২।

ঈশ্বর প্রথম পদে অব্রাহামের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেছিলেন এবং বাইশতম পদে তাঁর সেই কথোপকথন শেষ করেছিলেন; অতএব খৎনার চুক্তি-সংক্রান্ত সমগ্র সংলাপটি হিব্রু বর্ণমালার বাইশটি অক্ষরের ভাববাণীমূলক প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়েছিল, আর সেই বাইশটি পদের বিষয়বস্তু ছিল খৎনার সেই বিধান, যা অষ্টম দিনে সম্পন্ন হওয়ার ছিল। আদিপুস্তকের এই অংশের কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তিগত সম্পর্ক, যা অব্রাহামের খৎনার চুক্তির দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। আদিপুস্তকের এগারো থেকে বাইশ অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়রেখার মধ্যবিন্দু হলো সতেরো অধ্যায়, এবং সেই অধ্যায়ের পরম মধ্যবিন্দু হলো বাইশতম পদ, যেখানে ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তি-বিষয়ক তাঁর কথোপকথন সমাপ্ত করেন; এইভাবে মধ্যবিন্দুটিকে হিব্রু বর্ণমালার বাইশটি অক্ষরের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে। আর সেই বাইশটি পদের মধ্যবিন্দু, অবশ্যই, একাদশ পদ।

> আর তোমরা তোমাদের অগ্রত্বকের মাংসের খৎনা করিবে; এবং তাহা আমার ও তোমাদের মধ্যকার চুক্তির একটি চিহ্ন হইবে। আদিপুস্তক 17:11।

বাইবেলের একাদশ থেকে বাইশ অধ্যায় পর্যন্ত চারটি অনুচ্ছেদের মধ্যবিন্দুগুলোর ভাবসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য তিনটি পদ জড়িত রয়েছে।

> "এটি আমার সেই চুক্তি, যা তোমরা পালন করবে, আমার ও তোমাদের মধ্যে এবং তোমার পর তোমার বংশধরের মধ্যে; তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষজাত শিশুর খৎনা হইবে। আর তোমরা আপনাদের অগ্রচর্মের মাংস খৎনা করবে; এবং তাহা আমার ও তোমাদের মধ্যকার চুক্তির একটি চিহ্ন হইবে। আর তোমাদের মধ্যে যে আট দিনের বালক, তোমাদের পুরুষানুক্রমে প্রত্যেক পুরুষজাত শিশুর খৎনা হইবে—সে গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুক, অথবা যে কোনো বিদেশী হইতে অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা হইয়া থাকুক, যে তোমার বংশের নহে।" আদিপুস্তক 17:10–12।

একটি টোকেন হলো একটি চিহ্ন, যা এক পতাকাবাহী চিহ্নের প্রতিনিধিত্ব করে। এই অনুচ্ছেদটি সেই পতাকাবাহী চিহ্ন সম্বন্ধে, যাঁরা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার। পুত্রসন্তানকে আট দিন বয়সে খৎনা করা হতো, যেমন নোহের চুক্তি ছিল নৌকার মধ্যে থাকা আটটি প্রাণের সঙ্গে; অতএব এখানে সংখ্যা আট ব্যবহৃত হয়েছে নোহীয় চুক্তিকে আব্রাহামীয় চুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করতে। তাদের ফিলাডেলফিয়ান হতে হবে, কারণ তাদের খৎনা হতে হবে, যা পৌল দেহের ক্রুশবিদ্ধতার প্রতীক বলে শনাক্ত করেন। যখন দেহ ক্রুশবিদ্ধ হয়, তখন খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব অন্তরে অবস্থান করে, এবং সেই সংযোজনই হলো সেই পতাকাবাহী চিহ্ন; কারণ সিস্টার হোয়াইট যেমন বলেন, "যখন খ্রিষ্টের চরিত্র তাঁর সন্তানদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পুনরুৎপাদিত হবে, তখন তিনি তাদের জন্য ফিরে আসবেন।"

> "মানবস্বভাব অধঃপতিত, এবং এক পবিত্র ঈশ্বরের দ্বারা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দণ্ডিত। কিন্তু অনুতপ্ত পাপীর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন ঈশ্বরের একমাত্রজাত পুত্রের প্রায়শ্চিত্তের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে সে পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারে, ধার্মিক গণ্য হওয়া লাভ করতে পারে, স্বর্গীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্তি গ্রহণ করতে পারে, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে। চরিত্রের রূপান্তর সাধিত হয় পবিত্র আত্মার কার্যকলাপের মাধ্যমে, যিনি মানব-উপকরণের উপর কাজ করেন এবং তা সম্পন্ন হওয়ার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা ও সম্মতি অনুসারে তার মধ্যে এক নতুন স্বভাব রোপণ করেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আত্মায় পুনঃস্থাপিত হয়, এবং অনুগ্রহের দ্বারা সে দিন দিন শক্তিশালী ও নবীকৃত হয়, এবং ক্রমশ অধিক পরিপূর্ণভাবে ধার্মিকতা ও প্রকৃত পবিত্রতায় খ্রীষ্টের চরিত্র প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়।"

> "যাঁহারা মূর্খ কুমারীদের দ্বারা চিত্রিত, তাহাদের জন্য যে তেল এত অধিক প্রয়োজন, তাহা এমন কিছু নয় যা বাহিরে মাখিয়া লওয়া যায়। সত্যকে তাহাদের আত্মার পবিত্রতম অন্তঃস্থলে আনিতে হইবে, যেন তাহা শুচি করে, পরিশুদ্ধ করে, এবং পবিত্র করে। যাহা তাহাদের প্রয়োজন, তাহা কেবল তত্ত্ব নয়; বরং বাইবেলের সেই পবিত্র শিক্ষাসমূহ, যাহা অনিশ্চিত, বিচ্ছিন্ন মতবাদ নহে, কিন্তু জীবন্ত সত্য, যাহা খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করিয়া অনন্ত স্বার্থসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁহার মধ্যেই ঐশ্বরিক সত্যের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিদ্যমান। খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা আত্মার পরিত্রাণই সত্যের ভিত্তি ও স্তম্ভ। যাহারা খ্রীষ্টে সত্য বিশ্বাস অনুশীলন করে, তাহারা চরিত্রের পবিত্রতা দ্বারা, ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতি আজ্ঞাবহতার দ্বারা, তাহা প্রকাশ করে। তাহারা উপলব্ধি করে যে, যীশুতে যে সত্য রহিয়াছে, তাহা স্বর্গ পর্যন্ত প্রসারিত এবং অনন্তকালকে পরিবেষ্টন করে। তাহারা বুঝে যে, খ্রীষ্টানের চরিত্রে খ্রীষ্টের চরিত্রেরই প্রতিফলন থাকিবে, এবং তাহা অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ হইবে। তাহাদেরই অনুগ্রহের তেল প্রদান করা হয়, যাহা এক অক্ষয় আলোকে ধারণ করিয়া রাখে। বিশ্বাসীর অন্তরে পবিত্র আত্মা তাহাকে খ্রীষ্টে পরিপূর্ণ করে তোলে। কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির অধীনে গভীর আবেগে প্রকাশ করিলেই, ইহা তাহার খ্রীষ্টান হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ নহে। যে ব্যক্তি খ্রীষ্টসদৃশ, তাহার আত্মায় গভীর, দৃঢ়সংকল্প, অধ্যবসায়ী

উপাদান রহিয়াছে; তথাপি সে আপন দুর্বলতার অনুভূতি রাখে, এবং শয়তানের দ্বারা প্রতারিত ও বিভ্রান্ত হইয়া আত্মবিশ্বাসে নির্ভরশীল হয় না। সে ঈশ্বরের বাক্যের জ্ঞান রাখে, এবং জানে যে, কেবল যীশু খ্রীষ্টের হাতে নিজের হাত রাখিয়া, এবং তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিলেই সে নিরাপদ।”

“সঙ্কটের দ্বারা চরিত্র প্রকাশিত হয়। যখন মধ্যরাতে গম্ভীর স্বর ঘোষণা করল, ‘দেখ, বর আসিতেছে; তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হও,’ তখন নিদ্রিত কুমারীরা তাদের নিদ্রা হতে জেগে উঠল, এবং দেখা গেল কে সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। উভয় পক্ষই আকস্মিকভাবে ধরা পড়েছিল, কিন্তু একজন জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল, আর অন্যজন প্রস্তুতবিহীন বলে প্রমাণিত হল। পরিস্থিতির দ্বারা চরিত্র প্রকাশিত হয়। জরুরি অবস্থা চরিত্রের প্রকৃত ধাতু প্রকাশ করে। কোনো আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়, শোকবিয়োগ, বা সঙ্কট, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অসুস্থতা বা যন্ত্রণা, এমন কিছু যা আত্মাকে মৃত্যুর সম্মুখে সম্মুখীন করে, চরিত্রের প্রকৃত অন্তর্লোক প্রকাশ করে দেবে। তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিজ্ঞাগুলির প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস আছে কি না। তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আত্মা অনুগ্রহের দ্বারা ধারণ ও সমর্থিত কি না, প্রদীপসহ পাত্রে তেল আছে কি না।”

“পরীক্ষার সময় সকলের কাছেই আসে। ঈশ্বরের পরীক্ষা ও প্রমাণের অধীনে আমরা নিজেদের কীভাবে পরিচালনা করি? আমাদের প্রদীপ কি নিভে যায়? নাকি আমরা এখনও সেগুলো জ্বলন্ত রাখি? যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ, তাঁর সঙ্গে আমাদের সংযোগের দ্বারা কি আমরা প্রত্যেকে জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত? পাঁচজন জ্ঞানী কুমারী তাদের চরিত্র পাঁচজন মূর্খ কুমারীকে প্রদান করতে পারেনি। চরিত্র আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে গঠিত হতে হবে। তা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যায় না, এমনকি অধিকারী ব্যক্তি যদি সেই ত্যাগ স্বীকার করতেও ইচ্ছুক হন তবুও নয়। করুণা এখনও অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমরা পরস্পরের জন্য অনেক কিছু করতে পারি। আমরা খ্রীষ্টের চরিত্রকে উপস্থাপন করতে পারি। আমরা ভ্রান্তদের বিশ্বস্ত সতর্কবাণী দিতে পারি। আমরা সর্বপ্রকার দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও মতবাদের সঙ্গে তিরস্কার, অনুযোগ করতে পারি, পবিত্র শাস্ত্রের মতবাদসমূহ হৃদয়ে প্রয়োগ করতে পারি। আমরা হৃদয়নিঃসৃত সহানুভূতি দিতে পারি। আমরা একে অপরের সঙ্গে এবং একে অপরের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। সতর্ক জীবনযাপন করে, পবিত্র আচরণ বজায় রেখে, আমরা একজন খ্রীষ্টানের যা হওয়া উচিত তার একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি; কিন্তু কোনো ব্যক্তি অন্য কাউকে নিজের চরিত্রের ছাঁচ দিতে পারে না। আসুন, আমরা যথাযথভাবে এই সত্যটি বিবেচনা করি যে, আমরা দলগতভাবে নয়, বরং ব্যক্তি হিসেবে পরিত্রাণ লাভ করব। আমরা যে চরিত্র গঠন করছি, সেই অনুসারেই আমাদের বিচার করা হবে। আত্মাকে অনন্তকালের জন্য প্রস্তুত করতে অবহেলা করা, এবং মৃত্যুশয্যায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন স্থগিত রাখা, বিপজ্জনক। জীবনের দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা, আমরা যে আত্মা-ভাব প্রকাশ করি তার দ্বারা, আমরা আমাদের অনন্ত গন্তব্য নির্ধারণ করি। যে অতি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে অনেক বিষয়েও বিশ্বস্ত। যদি আমরা খ্রীষ্টকে আমাদের আদর্শ করে থাকি, যদি আমরা তাঁর নিজ জীবনে প্রদত্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে চলি ও কর্ম করি, তবে আমাদের অভিজ্ঞতায় যে গম্ভীর আকস্মিক ঘটনাবলি আমাদের ওপর আসবে, তার মুখোমুখি হতে আমরা সক্ষম হব, এবং অন্তর থেকে বলতে পারব, ‘আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’”

“এটি পরীক্ষাকালেই, সেই সময়ে যার মধ্যে আমরা এখন বাস করছি, যে আমাদের উচিত শান্তভাবে পরিত্রাণের শর্তসমূহ বিবেচনা করা, এবং ঈশ্বরের বাক্যে নির্ধারিত

> শর্তাবলীর অনুসারে জীবনযাপন করা। আমাদের উচিত সতর্ক শাসনের দ্বারা, ঘণ্টা ঘণ্টা এবং দিন দিন, প্রত্যেক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নিজেদের শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করা। আমাদের উচিত ঈশ্বরকে এবং যাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন, সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানা। প্রত্যেক পরীক্ষায় তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করা আমাদের বিশেষ অধিকার, যিনি বলেছেন, 'সে আমার শক্তি অবলম্বন করুক, যাতে সে আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পারে; এবং সে আমার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করবে।' প্রভু বলেন, তিনি আমাদের পবিত্র আত্মা দিতে পিতামাতার তাদের সন্তানদের রুটি দিতে যতটা ইচ্ছুক, তার চেয়েও অধিক ইচ্ছুক। অতএব আমাদের প্রদীপসমূহের সঙ্গে আমাদের পাত্রে অনুগ্রহের তেল রাখা উচিত, যেন আমরা তাদের মধ্যে গণ্য না হই যারা মূর্খ কুমারীদের দ্বারা চিত্রিত হয়েছে, যারা বরকে অভ্যর্থনা করতে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না।" Review and Herald, September 17, 1895.

আব্রাহামের খৎনার দ্বারা এবং নৌকার উপরস্থিত সেই আটটি প্রাণের দ্বারা যাঁদের প্রতিরূপে চিত্রিত করা হয়েছিল, সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকা হল দৃষ্টান্তের জ্ঞানী কুমারীগণ, যারা অতি শীঘ্র আগত সংকটে খ্রিস্টের চরিত্রকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত করে। সিস্টার হোয়াইট যে অনুচ্ছেদটি যিশাইয়াকে উদ্ধৃত করে সমাপ্ত করেছিলেন, তা একেবারেই যথাযথ, কারণ এটি এমন একটি অনুচ্ছেদ যা সরাসরি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরপ্রাপ্তির সময়কে নির্দেশ করে।

> সেই দিনে তোমরা তাহাকে সম্বন্ধে এই গান গাও, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষার একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র। আমি সদাপ্রভু, আমি ইহা রক্ষা করি; আমি প্রতি মুহূর্তে ইহাতে জল দিই; কেহ যেন ইহার অনিষ্ট না করে, সেই জন্য আমি রাত্রি ও দিন ইহা রক্ষা করিব। আমার মধ্যে ক্রোধ নাই; কে যুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে কণ্টক ও কাঁটা দাঁড় করাইবে? আমি তাহাদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইব, আমি তাহাদিগকে একসঙ্গে দগ্ধ করিব। অথবা সে আমার শক্তিকে আশ্রয় করুক, যেন সে আমার সহিত সন্ধি করে; হ্যাঁ, সে আমার সহিত সন্ধি করিবে। যাকোব হইতে যাহারা আসিবে, তাহাদের তিনি মূল স্থাপন করাইবেন; ইস্রায়েল পুষ্পিত ও কুঁড়িত হইবে, এবং ফলে পৃথিবীর মুখ পরিপূর্ণ করিবে। তিনি কি তাহাকে সেইরূপে আঘাত করিয়াছেন, যেমন আঘাত করিয়াছিলেন তাহাদের, যাহারা তাহাকে আঘাত করিয়াছিল? অথবা সে কি সেইরূপে নিহত হইয়াছে, যেরূপে নিহত হইয়াছে তাহাদের দ্বারা নিহতেরা? পরিমিতিভাবে, যখন ইহা অঙ্কুরিত হইয়া বাহির হয়, তখন তুমি ইহার সহিত বিচার করিবে; পূর্ববায়ুর দিনে তিনি আপন প্রখর বায়ু নিবৃত্ত করেন। অতএব এই দ্বারা যাকোবের অধর্ম মোচন হইবে; এবং তাহার পাপ দূর করিবার এই-ই সমস্ত ফল: যখন সে বেদির সমস্ত প্রস্তরকে খড়ির ন্যায় ভাঙিয়া চূর্ণ করিবে, তখন আশেরোমূর্তি ও খোদিত প্রতিমাগুলি আর স্থির থাকিবে না। তথাপি সুরক্ষিত নগর জনশূন্য হইবে, এবং বাসস্থান পরিত্যক্ত হইয়া প্রান্তরের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে; সেখানে বৎস চারণ করিবে, এবং সেখানে শুইয়া পড়িবে, ও তাহার শাখাগুলি ভক্ষণ করিবে। যখন তাহার ডালপালাগুলি শুকাইয়া যায়, তখন সেগুলি ভাঙিয়া ফেলা হইবে; নারীরা আসিয়া সেগুলিতে আগুন ধরাইবে; কারণ ইহা বোধশূন্য প্রজা; অতএব যিনি তাহাদিগকে নির্মাণ করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগের প্রতি দয়া করিবেন না, এবং যিনি তাহাদিগকে গঠন করিয়াছেন, তিনি তাহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইবেন না। যিশাইয় 27:2–11.

"পূর্ববায়ুর দিনে," যখন যাকোবের অধর্ম অপসারিত হচ্ছে, এবং "বুদ্ধিহীন লোকদের" অন্য শ্রেণীকে একত্র করা ও দগ্ধ করা হচ্ছে, তখনই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরের সময়। সেই সময়কালে, যে খ্রিস্টের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে আকাঙ্ক্ষা করে, সে তা করতে পারে; কিন্তু চূড়ান্ত ঘটনাবলি দ্রুতগতিসম্পন্ন।

যাজকেরা তাদের সেবা আরম্ভ করার সময় ত্রিশ বছর বয়সী হওয়ার কথা ছিল, এবং সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলেন পিতরের রাজকীয় যাজকগণ, যারা অন্তিম দিনে ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেন।

> তোমরাও, জীবন্ত পাথরের ন্যায়, এক আধ্যাত্মিক গৃহরূপে গঠিত হচ্ছ, এক পবিত্র যাজকবর্গ, যাহাতে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের নিকট গ্রহণযোগ্য আধ্যাত্মিক বলিদান উৎসর্গ করিতে পার। ১ পিতর ১:৫।

যাজকেরা আট দিনের অভিষেক-পর্বে সেবা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল; অতএব, সংখ্যা আট সেই অভিষিক্ত যাজকত্বের প্রতীক, যারা সিন্দুকের অন্তরে রয়েছে।

হারোণের দণ্ড

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অভিষিক্ত যাজকত্ব চুক্তির সিন্দুকের মধ্যে অঙ্কুরিত হারোণের দণ্ড দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। যখন হারোণের দণ্ড অঙ্কুরিত হয়েছিল, তখন তা হারোণ এবং ইস্রায়েলের গোত্রসমূহের অন্যান্য দণ্ডের মধ্যে একটি পার্থক্য নির্দেশ করেছিল, যেগুলো অঙ্কুরিত হয়নি। শাস্ত্রে উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম ঘটায় বৃষ্টিই।

সমস্ত ভাববাদী শেষকালের বিষয়েই সম্বোধন করেন; অতএব, হারোণের যাজকত্বের দণ্ড এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অভিষেককে উপস্থাপন করে, এমন এক পরিস্থিতিতে যা কার্মেলে এলিয়ের অবস্থান এবং ১৮৪৪ সালের মিলারাইটদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি সেই সময়বিন্দুকে নির্দেশ করে, যখন পরবর্তী বৃষ্টির সত্য ও মিথ্যা বার্তাগুলোর মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যোয়েল এই পার্থক্যটি নির্দেশ করেন, যখন তিনি শনাক্ত করেন যে "নূতন দ্রাক্ষারস" এক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যে শ্রেণীর মুখ থেকে নূতন দ্রাক্ষারস কেটে ফেলা হয়েছে, তারা যিশাইয়ের ইফ্রয়িমের মাতালেরা। তারাই সেই লোক, যারা পেন্টেকস্টে শিষ্যদের বিরুদ্ধে মাতাল হওয়ার অভিযোগ এনেছিল, এবং তারাই ১৮৮৮ সালের বিদ্রোহী, যারা তাদের পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করেছিল, যারা ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহী ছিল। ভাববাণীর ঐ সমস্ত রেখা সেই রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেটিকে সিস্টার হোয়াইট এইরূপে শনাক্ত করেন যে, যখন জগৎ উপলব্ধি করে যে অ্যাডভেন্টিজম ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহ সম্পর্কে প্রায় একশ পঁচিশ বছর ধরে জেনে এসেছে এবং কিছুই বলেনি।

৮, আশি এবং ৮১

ত্রিশ সংখ্যা এবং আট সংখ্যা পরবর্তী দিনের পতাকাবাহী এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের যাজকত্বের প্রতীক, যা ঐশ্বরিকতা ও মানবতার সংযুক্তিকে উপস্থাপন করে। আট সংখ্যা আশি সংখ্যার এক দশমাংশ; আর আশি হলো সেই আশি বীর যাজকের সংখ্যা, যারা মহাযাজকের সঙ্গে মিলে রাজা উজ্জিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল, যখন তিনি পবিত্র স্থানে ধূপ নিবেদন করার চেষ্টা করেছিলেন। একাশি সংখ্যা বিজয়ী মণ্ডলীর যাজকত্বের প্রেক্ষাপটে ঐশ্বরিকতা ও মানবতার সংযুক্তিকে উপস্থাপন করে। উজ্জিয়ের বিদ্রোহের ইতিহাস সেই একাশির যাজকত্বকে ঠিক সেই সংকটের সঙ্গে সংযুক্ত করে, যা রাফিয়ার যুদ্ধের অব্যবহিত পরে টলেমির বিদ্রোহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সকল ভাববাদীই পরবর্তী দিনসমূহকে চিহ্নিত করেন; অতএব, ঐশ্বরিকতা ও মানবতার সংযুক্তির যাজকত্ব—অর্থাৎ আশি জন মানব যাজক এবং এক জন ঐশ্বরিক মহাযাজক নিয়ে গঠিত বিজয়ী মণ্ডলীর যাজকত্ব—সেই ইতিহাসে চিহ্নিত, যা ২০১৪ সালে ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সূচনার

সময় আরম্ভ হয়েছিল।

আদিপুস্তকের বারো-অধ্যায়ব্যাপী ধারার মধ্যবর্তী অধ্যায়টি হলো সতেরো অধ্যায়। এই বারো-অধ্যায়ব্যাপী ধারার মধ্যবর্তী পদটি হলো বাইশতম পদ। বাইশতম পদটি ঈশ্বর ও আব্রাহামের মধ্যকার সেই কথোপকথনের একটি স্বতন্ত্র সমাপ্তি নির্দেশ করে, যা প্রথম পদে শুরু হয়েছিল; অতএব এটি সেই এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারার সমাপ্তি নির্ধারণ করে, যা হিব্রু বর্ণমালার বাইশটি অক্ষরের স্বাক্ষর বহন করে। বাইশ পদবিশিষ্ট এই ধারার মধ্যবর্তী পদটি হলো একাদশ পদ, যা আবার সেই তিনটি পদের মধ্যবর্তী পদ, যেখানে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের পতাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব একাদশ পদটি তিনটি স্বতন্ত্র পদের মধ্যবর্তী, এবং একাদশ পদটি কেবল ওই বাইশটি পদেরই নয়, বরং যে তিনটি পদের মধ্যে এটি অবস্থিত, সেগুলোরও প্রধান সত্য প্রকাশ করে; এভাবে একাদশ ও বাইশতম পদকে মূল ভাবনার সূচনা ও সমাপ্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং, সতেরো অধ্যায়ের একাদশ থেকে বাইশতম পদ পর্যন্ত অংশই এগারো থেকে বাইশ অধ্যায়সমূহের মূল বিষয়।

মথির গ্রন্থের এগারো অধ্যায় থেকে বাইশ অধ্যায় পর্যন্ত অংশের মধ্যবর্তী অধ্যায় হলো ষোলো অধ্যায়।

> তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের এই মর্মে কঠোরভাবে আদেশ দিলেন যে, তিনি যে যীশু খ্রিষ্ট—এ কথা তারা যেন কাউকেও না বলে। মথি ১৬:২০।

আদিপুস্তকের মধ্যবিন্দুর ন্যায়, বিশতম পদ একটি নির্দিষ্ট কথোপকথনের সমাপ্তি নির্দেশ করে, যা ত্রয়োদশ পদে শুরু হয়েছিল, যখন খ্রিষ্ট ও শিষ্যরা কৈসরিয়া ফিলিপ্পিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

> যখন যীশু কৈসরিয়া ফিলিপ্পীর সীমানায় উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করে বললেন, “মানুষ আমাকে, মনুষ্যপুত্রকে, কে বলে?” তারা বলল, “কেউ কেউ বলে, আপনি যোহন বাপ্তিস্মদাতা; কেউ এলিয়; আর অন্যেরা বলে, যিরমিয়, অথবা ভাববাদীদের একজন।” তিনি তাদের বললেন, “কিন্তু তোমরা আমাকে কে বল?” তখন শিমোন পিতর উত্তর করে বললেন, “আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।” যীশু উত্তর করে তাকে বললেন, “ধন্য তুমি, শিমোন বারযোনা; কারণ মাংস ও রক্ত তোমার কাছে এটি প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা করেছেন। আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, এবং এই শিলার উপর আমি আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব; এবং পাতালের দ্বারসমূহ এর বিরুদ্ধে পরাক্রমী হতে পারবে না। আর আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দিবে; এবং তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা থাকবে; আর তুমি পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে, তা স্বর্গে মুক্ত করা হবে।” তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের কঠোরভাবে নির্দেশ দিলেন, যেন তারা কাউকেও না বলে যে তিনিই যীশু সেই খ্রীষ্ট। মথি ১৬:১৩–২০।

রাফিয়া এবং পানিয়ুম

মথির মধ্যবর্তী অনুচ্ছেদটি কেবল একটি স্বতন্ত্র আলাপ ও বিষয়বস্তুকেই উপস্থাপন করে না, বরং যেমন আদিপুস্তকের সাক্ষ্যের চুক্তিগত প্রতীকতত্ত্ব রাফিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি মথির আলাপটি সংঘটিত হয় কৈসরিয়া ফিলিপ্পিতে, যা পানিয়ম। দানিয়েল ১১-এর পনেরোতম পদে উল্লিখিত পানিয়ম মথির বারো-অধ্যায়ের রেখার মধ্যবিন্দু, এবং দানিয়েল ১১-এর একাদশ পদে উল্লিখিত রাফিয়া আদিপুস্তকের বারো-অধ্যায়ের রেখার মধ্যবিন্দু।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সালে শুরু হওয়া ২৫০ বছর খ্রিস্টপূর্ব ২০৭ সালে সমাপ্ত হয়েছিল, যা একাদশ পদের রাফিয়া এবং পঞ্চদশ পদের প্যানিয়ুমের মধ্যবর্তী বিন্দু, যেখানে আব্রাহামের খৎনার চিহ্ন এবং পিতরের মশীহ-স্বীকারোক্তি একত্রে মিলিত হয়। মথির গ্রন্থের ধারাবাহিকতায়, পিতর তাঁর বাপ্তিস্মকালে ঈশ্বরের পুত্র খ্রিস্টকে নিজের স্বীকৃতির সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

শিমোন অর্থ “যে শোনে” এবং বারযোনা অর্থ “কপোতের পুত্র।” শিমোন ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি খ্রিস্টের বাপ্তিস্মের বার্তা শুনেছিলেন, যখন পবিত্র আত্মা কপোতের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। খ্রিস্টের বাপ্তিস্ম ১১ আগস্ট, ১৮৪০ তারিখের প্রতিরূপ ছিল, যখন প্রকাশিতবাক্য দশের পরাক্রান্ত দূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই একই দূত 9/11-এও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পিতর তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা 9/11-কে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের প্রজন্মের পরীক্ষামূলক বার্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে।

পিতর তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা রেখার পর রেখা পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তিনি ঘুঘুর “পুত্র”; অতএব, পুত্র হিসেবে তিনি প্রতীকীভাবে শেষ প্রজন্মকে প্রতিনিধিত্ব করেন। পিতর শেষ প্রজন্মের একটি প্রতীক, এবং তাঁর নামের প্রতীকী সংখ্যায়নের দ্বারা তিনি এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রতিনিধিত্ব করেন। পিতর সেই চূড়ান্ত প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখায় খ্রিষ্ট আবির্ভূত হলে ক্ষমতায়নের বার্তা শ্রবণ করে। পিতর খ্রিষ্টের বাপ্তিস্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বার্তাটি চিনতে পেরেছিলেন, এবং সেইজন্য পিতর যীশুকে অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যিনি হিব্রু ভাষায় মসীহ এবং গ্রীক ভাষায় খ্রিষ্ট। পিতর তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা বুঝতে পারেন যে প্রকাশিত বাক্য আঠারোর সেই স্বর্গদূত, যিনি 9/11-এ অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনিই 11 আগস্ট, 1840-এও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পিতর তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা 9/11-কে একটি পথচিহ্ন হিসেবে বোঝেন, যা কেবল দুই বা তিনটি রেখার সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিতরের স্বীকারোক্তি এই যে, ৯/১১ তৃতীয় সর্বনাশের আগমনকে চিহ্নিত করে, যা চূড়ান্ত প্রজন্মের জন্য পরীক্ষার বার্তা। সেই স্বীকারোক্তির স্থানেই নাম পরিবর্তিত হয়। আব্রাহাম রাফিয়ায় আছেন এবং পিতর ক্রুশের ঠিক পূর্বে পানিয়মে আছেন। পানিয়ম ও ক্রুশের মধ্যবর্তী সময়ে পিতর রূপান্তরের পর্বতে দর্শনে যাবেন। পানিয়মেই শিমোন পিতরে পরিবর্তিত হন, যখন তিনি তাঁর প্রজন্মের জন্য পরীক্ষার বার্তার স্বীকারোক্তি প্রদান করছিলেন। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য সেই পরীক্ষার বার্তা হলো তৃতীয় সর্বনাশের ইসলাম, যা ভাববাণীমূলক ইতিহাসে ৯/১১-এ আগমন করেছিল।

অ্যাডভেন্টবাদের পরীক্ষার সূচনা 9/11-এ শুরু হয়েছিল, এবং অ্যাডভেন্টবাদের পরীক্ষার শেষে তৃতীয় সর্বনাশের ইসলাম-বার্তা নির্ধারণ করে, কখন এবং কোথায় শিমোনের নাম পরিবর্তিত হয়। যে বার্তা পিতর শেষে বুঝতে পারেন, যা শুরুতে 9/11-এর বার্তা দ্বারা প্রতিরূপিত হয়েছিল, তা হলো ন্যাশভিলের অগ্নিগোলকসমূহের সংশোধিত বার্তা। সেখানে তূর্যধ্বনির পর্ব উপস্থিত হয় পতাকার ঊর্ধ্বারোহণ এবং প্রায়শ্চিত্ত দিবসের রুদ্ধ দ্বারের সঙ্গে সমন্বয়ে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই বিষয়গুলি অব্যাহত রাখব।